কিংবদন্তির বুদ্ধ

পল দ্যুসেন দেখেছেন, বুদ্ধের কিংবদন্তিটি একটি সাক্ষ্য; এটি থেকে মোটেই বোঝা যায় না, বুদ্ধ কী ছিলেন; বরং অতি অল্প সময়ে তিনি কী হয়ে উঠেছিলেন তা বুঝতে পারা যায়; অন্যান্য গবেষকরা এই বক্তব্যের সাথে যোগ করেছেন: বৌদ্ধ মতবাদের নির্যাস তার গভীরতম ব্যঞ্জনা পেয়েছে কিংবদন্তি আর পৌরাণিক কথায়। সন্ত মানুষরা বংশ পরম্পরায় যা বিশ্বাস করতেন এবং মানবসমাজের একটা বড় অংশ যা মেনে চলেছে, এই কিংবদন্তি আমাদের সেটিই দেখিয়ে দেয়।

এই জীবনীর শুরু স্বর্গে। অনন্ত পুনর্জন্মে ক্রমে সঞ্চিত প্রতিভার কারণে বোধিসত্ত্ব (পরবর্তী সময়ে যিনি বুদ্ধ বলে খ্যাত হবেন; বুদ্ধ অর্থ, 'যিনি জাগ্রত') দেবতাদের চতুর্থ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি উপর থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং শতাব্দী, মহাদেশ, রাষ্ট্র এবং জাতি বিবেচনা করে স্থির করেন, তিনি কোথায় ও কখন বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মানবসমাজকে উদ্ধার করবেন। তিনি রানি মায়াকে নিজের মা রূপে নির্বাচন করেন (মায়া নামের অর্থ জাদুকরি ক্ষমতা যা এই মায়াময় মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে), এই নারী শুদ্ধোদনের পত্নী; শুদ্ধোদন দক্ষিণ নেপালে কপিলাবস্তু শহরের রাজা। মায়া স্বপ্ন দেখেন, চুনি রঙের মাথা আর ছয় দাঁতের তুষারবর্ণ এক হাতি তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। ঘুম থেকে উঠে রানি শরীরে কোনো যন্ত্রণা, এমনকি কোনো ভারবোধ অনুভব করেন না, বরং তাঁর এক ধরনের আনন্দ আর স্ফূর্তির ভাব জাগে। দেবতারা তাঁর শরীরে এক প্রাসাদ তৈরি করেন; সেই পরিবেষ্টিত জায়গায় বোধিসত্ত্ব প্রার্থনারত অবস্থায় অপেক্ষা করেন। বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাসে রানি একটি বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান; ময়ূরের পালকের মতো উদ্ভাসিত পাতায় ভরা একটি গাছ রানির দিকে তার একটি ডাল নামিয়ে দেয়; রানি স্বাভাবিকভাবে সেটি গ্রহণ করেন; সেই মুহূর্তেই বোধিসত্ত্ব উত্থিত হয়ে রানিকে কোনোরকম যন্ত্রণা না দিয়ে তাঁর দক্ষিণ প্রান্তে ভূমিষ্ঠ হন। নবজাতক সাত পা এগিয়ে যায়, বামে ও দক্ষিণে, উপরে ও নীচে, পিছনে ও সামনে তাকায়; সে দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার মতো আর কেউ নেই আর তারপর সিংহনাদে ঘোষণা করে, 'আমিই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ; এই আমার শেষ জন্ম; আমি যন্ত্রণা, আমি

ব্যাধি আর মৃত্যুর অবসান করার জন্য এসেছি।' দুটি মেঘ থেকে উষ্ণ ও শীতল জল মা ও শিশুপুত্রকে স্নান করিয়ে দেয়; অন্ধব্যক্তি চক্ষুষ্মান হয়, বধির শুনতে পায়, পঙ্গু হাঁটা শুরু করে, বাদ্যযন্ত্রাদি নিজে থেকেই বেজে ওঠে; চতুর্থ স্বর্গের দেবতারা উৎফুল্ল হয়ে গান ও নাচে মেতে ওঠেন; নরকে পতিত ব্যক্তিরা নিজেদের দুঃখ ভুলে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে নবজাতকের ভবিষ্যৎ পত্নী, যশোধরা, নবজাতকের সারথি, তার ঘোড়া, তার হাতি এবং সেই বৃক্ষ যার ছায়ায় সে মুক্তি পাবে এদের সবাই জন্মগ্রহণ করে। শিশুর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ; তার আরেক নাম গৌতম এবং শাক্য পরিবার তাকে গ্রহণ করে।

বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করার সাতদিন পর তাঁর মা মারা যান এবং তেত্রিশ দেবতার স্বর্গে আরোহণ করেন। দূরদ্রষ্টা অসিত দেবতাদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পান; তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বলেন, 'এই শিশু অতুলনীয়।' অসিত শিশুটির মধ্যে মনোনীত হওয়ার চিহ্ন দেখতে পান; করোটির মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অঙ্গীয় শৃঙ্গ, বৃষের ন্যায় অক্ষিপক্ষ, সুসংবদ্ধ চল্লিশটি শুভ্র দাঁত, সিংহের মতো চিবুক, প্রসারিত দুই হাতের দৈর্ঘ্য সমান উচ্চতা, সোনার মতো গায়ের রং, দুই আঙুলের মধ্যবর্তী পর্দা এবং পদমূলে আঁকা একশোটি আকৃতি যার মধ্যে রয়েছে বাঘ, হাতি, পদ্ম, পিরামিডের মতো মেরু পর্বত, চক্র এবং স্বস্তিকা চিহ্ন। এরপরেই অসিত কেঁদে ফেলেন কারণ তিনি জানেন, তিনি এতই বৃদ্ধ, ভবিষ্যতে বুদ্ধ যখন ধর্মোপদেশ দেবেন, তখন তিনি তা গ্রহণ করতে পারবেন না।

রানি মায়ার স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, তাঁর পুত্র হয় এই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে (এক মহান রাজা) অথবা এই পৃথিবীকে মুক্ত করবে। শিশুর পিতা চেয়েছিলেন প্রথমটি সার্থক হোক; তিনি সিদ্ধার্থের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং এই সময় বিনাশ, যন্ত্রণা বা মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে এমন সমস্ত কিছু বাদ দেন। উনিশ বছর বয়সে পা দিয়ে রাজপুত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন; প্রথমত তাঁকে সমস্ত প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে হবে যার মধ্যে লিপিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ব্যাকরণ, মল্লযুদ্ধ, দৌড়, উল্লম্ফন এবং সন্তরণ অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে ধনুর্বিদ্যাতেও প্রথম হতে হবে। সিদ্ধার্থের ছোঁড়া তির অন্য সবার থেকে বেশি দূরে পৌঁছয়, এবং সেটি যেখানে পড়ে সেখানে ঝরনা তৈরি হয়। (প্রস্রবণের এমন উৎস খোঁজার বিষয়টি কিপলিঙের 'কিম' লেখাটির কেন্দ্রীয় ভাবনা।) এমন সমস্ত জয়ের চিহ্ন ভবিষ্যতে শয়তানকে দমন করার সংকেত।

রাজপুত্র দশটা বছর অসার আনন্দে পার করেন, প্রাসাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখে নিজেকে সঁপে দেন; সেই প্রাসাদের অন্তঃপুরে চুরাশি হাজার মহিলা। কিন্তু এক সকালে সিদ্ধার্থ তাঁর শকটে চেপে প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং অবাক হয়ে এক কুব্জ ব্যক্তিকে দেখেন, 'যার চুল অন্যদের মতো নয়, যার শরীর অন্যদের মতো নয়', যে একটা লাঠির উপর

ঝুঁকে আছে আর তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। তিনি জানতে চান, এ কেমন মানুষ? সারথি বলে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধ এবং এই পৃথিবীর সকলের অবস্থা তার মতো হবে। অন্য তোরণে সিদ্ধার্থ এক কুষ্ঠ রোগীকে দেখেন; সারথি বলে, সেই ব্যক্তি অসুস্থ এবং যে কেউই অসুস্থ হতে পারে। অন্য এক তোরণে সিদ্ধার্থ দেখেন, এক ব্যক্তিকে শবাধারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; শববাহী লোকেরা বলে, স্থির হয়ে থাকা ব্যক্তিটি মৃত এবং যে জন্মাবে তাকে মৃত্যুর নিয়ম মানতেই হবে। শেষ তোরণে সিদ্ধার্থ ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের এক সাধুর দেখা পেলেন, যাঁর মৃত্যু বা বেঁচে থাকায় কোনো আগ্রহ নেই (কিংবদন্তিটির অন্তিম রূপ অনুসারে, সিদ্ধার্থ যে চারজনকে দেখেছিলেন তারা সবাই অশরীরী অথবা দেবদূত)। সেই সাধুর মুখমণ্ডল প্রশান্তিতে ভরা। সিদ্ধার্থ তাঁর পথ খুঁজে পান।

যে রাতে সিদ্ধার্থ সমস্ত জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন সেই রাতে তাঁকে জানানো হয়, তাঁর স্ত্রী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি প্রাসাদে ফিরে যান; মধ্যরাতে শয্যা ত্যাগ করে অন্তঃপুরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যান এবং ঘুমন্ত নারীদের দেখেন। একজনের মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসছে; আরেকজনের খোলা চুল অবিন্যস্ত, মনে হচ্ছে যেন তার উপর দিয়ে হাতির দল হেঁটে গেছে; আরেকজন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে; আরেকজনের মুখ ঘায়ে ভর্তি; তাদের প্রত্যেককে দেখে মনে হচ্ছে মৃত। সিদ্ধার্থ বলেন, 'নশ্বর জীবের দুনিয়ায় নারীরা এমনই পঙ্কিল এবং রাক্ষসী; কিন্তু পুরুষরা তাদের আভরণের কারণে প্রবঞ্চিত হয়, এদের ঈপ্সিত বলে মনে করে।' তিনি যশোধারার কক্ষে প্রবেশ করেন; দেখেন সে নিজের সন্তানের মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে আছে। সিদ্ধার্থ ভাবেন, 'আমি যদি এই হাত সরিয়ে দিই আমার স্ত্রী জেগে উঠবে; আমি যখন বুদ্ধ হয়ে উঠব, তখন ফিরে এসে নিজের সন্তানকে স্পর্শ করব।'

তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং পূর্ব অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। ঘোড়ার খুর মাটি স্পর্শ করে না, শহরের তোরণ নিজে থেকেই খুলে যায়। তিনি এক নদী অতিক্রম করেন, সঙ্গে থাকা সহচরকে বিদায় দেন, তার হাতে নিজের ঘোড়া, এবং পোশাক তুলে দেন এবং নিজের তরবারি দিয়ে নিজের চুল কেটে ফেলেন। সেই চুল তিনি বাতাসে ছুঁড়ে দেন এবং দেবতারা তা স্মারকরূপে সংগ্রহ করেন। তপস্বীর রূপধারী এক দেবদূত তাঁকে হলুদ বর্ণ বস্ত্রের তিনটি খণ্ড, কোমরবন্ধনী, ক্ষুর, ভিক্ষাপাত্র, সুচ এবং জল পরিশ্রুত করার একটি ছাঁকনি দেন। ঘোড়াটি ফিরে যায় এবং শোকে মারা যায়।

সিদ্ধার্থ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সাতদিন অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি জঙ্গলের গভীরে থাকা তপস্বীদের খোঁজ করেন; তাঁদের কারো পরনে লতাগুল্ম, কারো গাছের পাতা। তাঁরা প্রত্যেকেই ফলাহারী; কেউ দিনে একবার আহার করেন, কেউ দুদিনে একবার, কেউ তিনদিনে একবার। তাঁরা জল, আগুন, সূর্য অথবা চাঁদের উপাসনা করেন। এঁদের অনেকে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন, অনেকে কাঁটার বিছানায় শয়ন করেন। এই

তপস্বীরা সিদ্ধার্থকে দুই শিক্ষকের কথা বলেন, যাঁরা উত্তর দিকে থাকেন; এই দুই শিক্ষকের উপদেশ সিদ্ধার্থকে সন্তুষ্ট করে না।

সিদ্ধার্থ পাহাড়ে চলে যান এবং সেখানে ছটি কঠিন বছর রিপুদমন ও উপবাসের চর্চায় নিজেকে সঁপে দেন। বৃষ্টি বাঁ রোদের জন্য তিনি স্থান পরিবর্তন করেন না; দেবতারা ভাবেন তিনি মারা গেছেন। অবশেষে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করেন, রিপুদমনের জন্য সকল অনুশীলন নিরর্থক; তিনি উঠে পড়েন, নদীর জলে স্নান করেন এবং সামান্য অন্ন গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর শরীর পূর্বের দীপ্তি ফিরে পায়; সেই সমস্ত সংকেত প্রকাশিত হয়, অসিত যা দেখেছিলেন; একইসাথে তাঁর জ্যোতির্বলয় উদ্ভাসিত হয়। পাখিরা তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তাঁকে সম্মান জানায় এবং বোধিসত্ত্ব তখন বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বসে চিন্তা করতে শুরু করেন। তিনি স্থির করেন, জ্ঞানদীপ্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠবেন না।

এরপর প্রেম, পাপ এবং মৃত্যুর দেবতা, মার সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করে। এই মোহিনী দ্বৈরথ বা যুদ্ধ রাতের একটা বড় সময় ধরে চলে। যুদ্ধের আগে মার স্বপ্ন দেখে, সে পরাজিত হয়েছে, সে তার রাজমুকুট হারিয়ে ফেলেছে, তার প্রাসাদের ফুল ঝরে পড়েছে, পুষ্করিণীর জল শুকিয়ে গেছে, সবকটা বাদ্যযন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেছে আর তার সারা মাথা ধুলোয় ভরে গেছে। সে স্বপ্ন দেখে, যুদ্ধে সে তার তরবারি উন্মুক্ত করতে পারে না; সে তখন দৈত্য, বাঘ, সিংহ, বিশাল প্যান্থার আর সাপেদের বিশাল বাহিনী তৈরি করে; সেই সব সাপের কয়েকটা তালগাছের মতো বড়, অন্যগুলো শিশুর মতো ছোট; এরপর সে ১৫০ মাইল উঁচু এক হাতিতে বসে, পাঁচশো মাথা, পাঁচশো আগুনের জিভ, এবং প্রতিটিতে ভিন্ন অস্ত্র ধরা আছে এমন একহাজার হাত যুক্ত শরীর ধারণ করে। মারের সৈন্যরা সিদ্ধার্থের দিকে আগুনের পাহাড় নিক্ষেপ করে; সেই পাহাড় সিদ্ধার্থের প্রেমের পরশে ফুলের প্রাসাদ হয়ে ওঠে। তাঁর দিকে যা কিছুই ছোঁড়া হয় সে সবই সিদ্ধার্থের মাথার উপর এক উঁচু শামিয়ানা তৈরি করে। পরাজিত হওয়ার পর মার তার কন্যাদের আদেশ দেয়, তারা যেন সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করে; তারা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং বলে, ভালবাসা ও সংগীতের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সিদ্ধার্থ তাদের মনে করিয়ে দেন, তারা অলীক এবং অবাস্তব। সিদ্ধার্থ তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাদের জরাগ্রস্ত নারীতে পরিণত করেন। বিহ্বলতায় আক্রান্ত মারের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

গাছের নীচে একাকী নিশ্চল অবস্থায় বসে সিদ্ধার্থ তাঁর এবং সকল জীবের সবকা৩ পুনর্জন্ম প্রত্যক্ষ করেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকটি জগত এবং তারপর এক পলকে সমস্ত কারণ ও ফলের শ্রেণীপরম্পরা প্রদক্ষিণ করেন। ভোরবেলায় তিনি অন্তরে চার পবিত্র সত্য অনুভব করেন। তিনি আর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ থাকেন না, তিনি বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সব দেবতা এবং প্রবুদ্ধ ব্যক্তি তাঁর বন্দনার জন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি বলেন;

সৃষ্টিকর্তার খোঁজে আমি বহু পুনর্জন্মের বৃত্ত পরিক্রমা করেছি। এতবার জন্মগ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ। হে সৃষ্টিকর্তা, অবশেষে আমি তোমায় খুঁজে পেয়েছি। তুমি আর কখনো ভবন তৈরি করবে না।

(কার্ল ফ্রিডরিখ কোপ্পেন-এর মতে) এভাবেই নেপাল ও তিব্বতের প্রচলিত কিংবদন্তিটির আদিরূপ সমাপ্ত হয়।

পবিত্র বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ আরো সাতদিন পার করেন; দেবতারা তাঁর আহার ও বসনের ব্যবস্থা করেন, সুগন্ধি দগ্ধ করেন, তাঁর দিকে পুষ্পবৃষ্টি করেন এবং তাঁর উপাসনা করেন। এইসময় বৃষ্টি হয় এবং সরীসৃপদের রাজা, নাগ, বুদ্ধের শরীর ঘিরে সাতবার কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর মাথার উপর নিজের সাতটি মাথা নিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করে। যখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় তখন নাগ এক তরুণ ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত হয় এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বুদ্ধকে বলে, 'আমি আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করতে চাইনি; আমার উদ্দেশ্য ছিল জল ও শৈত্য থেকে আপনাকে রক্ষা করা।' সামান্য বাক্যবিনিময়ের পর নাগ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেয়। নাগ যা করেছিল, এক দেবতাও তেমন করেন এবং তিনি অনভিজ্ঞ জ্ঞানীরূপে বুদ্ধের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। এই ঘটনা দেখে ব্রহ্মাণ্ডের চার রাজা বুদ্ধকে চারটি পাথরের পাত্র দেন; যেন কেউ হতাশ না হয় সেই কারণে বুদ্ধ সেই চারটি পাত্রকে একটি পাত্রে পরিণত করেন। স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা নিজের বিশাল পারিষদবর্গসহ নেমে আসেন এবং বুদ্ধকে বলেন, তিনি যেন উপদেশ দেওয়া শুরু করেন, যে উপদেশ মানবজাতিকে রক্ষা করবে। বুদ্ধ রাজি হন; এই পৃথিবীর অনন্য প্রতিভাধর নিজের সিদ্ধান্ত বাতাসের সকল প্রতিভাধরকে জানিয়ে দেন, তারা যেন এই শুভ সংবাদ সমস্ত স্বর্গের সকল দেবতার কাছে পৌঁছে দেন।

বুদ্ধ বেনারসে যান। তিনি শহরের পশ্চিম তোরণ দিয়ে প্রবেশ করেন, ভিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং মৃগোদ্যানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীর সন্ধান করেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিল কিন্তু তিনি যখন কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর নিয়ম বর্জন করেন তখন এঁরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিল; এইসময় তাঁদের জন্য ধর্মচক্র আবর্তিত হয়; এই আবর্তন তাঁদের সামনে মধ্যমক (মধ্য পন্থা) প্রদর্শন করে; এই পন্থা জাগতিক ও কৃচ্ছ্রসাধন করা জীবন থেকে সমদূরবর্তী এবং এই পন্থা কামনার বিনাশ দ্বারা যন্ত্রণা বিনাশের শিক্ষা দেয়। সন্ন্যাসীরা ধর্মান্তরিত হন। এক ধর্মপুস্তকে বলা হয়েছে, সেই দিন পৃথিবীতে ছজন তপস্বী ছিলেন। এইভাবে তিনটি পবিত্র বিষয় অধিষ্ঠিত হয়; বুদ্ধ, তাঁর উপদেশ এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ।

একদিন বুদ্ধ গঙ্গাতীরে পৌঁছন এবং খেয়ামাঝি তাঁর কাছে যে মুদ্রা দাবি করে তা না থাকায় তিনি বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য হন; আরেক দিন এক নাগ তাঁর

দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বাক্যালাপের সময় দুজনেই ধোঁয়া আর আগুন উদ্‌গিরণ করে এবং অন্তিমে বুদ্ধ নাগটিকে নিজের পাত্রে বন্দি করেন।

পিতার আহ্বানে বুদ্ধ তাঁর কুড়ি হাজার অনুগামীসহ কপিলাবস্তুতে ফিরে আসেন। সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি নিজের পুত্র রাহুল এবং জ্ঞাতিভ্রাতা আনন্দকেও ধর্মান্তরিত করেন। কয়েকজন মৎস্যজীবী তাঁর জন্য বিশাল এক মাছ নিয়ে আসে যার একশোটি ভিন্ন মাথা; গর্দভ, সারমেয়, অশ্ব, বানর... বুদ্ধ ব্যাখ্যা করে বলেন, সেই মাছ পূর্বজন্মে এক সন্ন্যাসী ছিল যিনি নিজের ভাইদেরকে, তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে উপহাস করার উদ্দেশ্যে, 'বানরের মাথা' বা গাধার মাথা' বলে সম্বোধন করতেন।

বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ও শিষ্য, দেবদত্ত বুদ্ধের অনুগামী গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা করে; সে প্রস্তাব দেয়, সন্ন্যাসীরা যেন পরিধানের জন্য ছিন্ন বস্ত্র, শয়নের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর নির্বাচন করেন, তাঁরা যেন আহারের তালিকা থেকে মাছ বর্জন করেন, কোনো গ্রামে প্রবেশ না করেন এবং সমস্ত আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন। বুদ্ধের স্থান অধিকার করার উদগ্র ইচ্ছায় সে তাঁকে হত্যা করার জন্য মগধ যুবরাজকে উৎসাহিত করে। ভাড়া করা যোলোজন তীরন্দাজ বুদ্ধকে হত্যার উদ্দেশ্যে পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। বুদ্ধ সেই স্থানে আসার পর তাঁর সদ্‌গুণ এবং অন্তর্নিহিত শক্তি সেই হত্যাকারীদের আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তারা নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত হয়। তখন দেবদত্ত বুদ্ধের দিকে এক উন্মাদ হাতিকে এগিয়ে দেয়; সেই বিশাল প্রাণী না এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তারপর বুদ্ধের প্রেমে আত্মসমর্পণ করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। এই কাহিনির অন্য সংস্করণে হাতির সংখ্যা একাধিক এবং তারা সবাই মত্ত; যাই হোক, বুদ্ধের পাঁচটি আঙুল থেকে পাঁচটি সিংহ গর্জন করতে করতে বেরিয়ে আসে এবং হাতির দল ভয় পেয়ে যায় এবং চরম অনুশোচনায় ক্রন্দন করতে শুরু করে। অবশেষে ধরিত্রী দেবদত্তকে গ্রাস করে; সে এক নরকে পতিত হয়, যেখানে তাকে ষোলোশো মাইল দীর্ঘ এক মৃতদেহ দাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বুদ্ধ বলেন, এই শত্রুতা বহুপ্রাচীন। বহু শতাব্দী পূর্বে এক প্রকাণ্ড কচ্ছপ এক সওদাগরের জীবন ও মালপত্র রক্ষা করে; এই সওদাগরের নাম ছিল অকৃতজ্ঞ* এবং তার জাহাজ ডুবে গেছিল। অকৃতজ্ঞ তার রক্ষাকর্তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে ভক্ষণ করার কথা ভেবেছিল। বুদ্ধ তাঁর বর্ণনা শেষ করেন এই কথাগুলি বলে: 'এই কাহিনির সওদাগর আজকের দেবদত্ত আর আমি ছিলাম সেই কচ্ছপ।'

বৈশালী শহরে বুদ্ধ, বিখ্যাত বারাঙ্গনা অম্বাপালির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সে তাঁর অনুগামীদের জন্য নিজের উদ্যান উপহার দেয়। আমাদের মনে পড়ে, ফরিসির বাড়িতে

* সওদাগরের এই নামটি অন্য কোথাও দেখিনি। (অনুবাদক)

এক পাপী যখন তাঁকে বেদনা উপশমকারী মলম দিতে চায়, যিশু তাকে ঘৃণার চোখে দেখেন না (লুক, ৭, ৩৬-৫০)।

বহু বছর পর মার আবার বুদ্ধের সন্ধান করে এবং তাঁকে এই জীবন ত্যাগ করার উপদেশ দেয়; কারণ দেখায়, ইতিমধ্যে তাঁর অনুগামী গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে এবং সেই অনুগামীদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক সন্ন্যাসীরা আছেন। বুদ্ধ উত্তর দেন, তিনি স্থির করেছেন তিনমাস পরে দেহত্যাগ করবেন। এই কথা শুনে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যায়, ঝড় শুরু হয় এবং সকল প্রাণী ভীত হয়ে পড়ে। কিংবদন্তি বলে, বুদ্ধ সহস্র শতাব্দী বেঁচে থাকতে পারতেন এবং তাঁর মৃত্যু স্বেচ্ছাকৃত। (মারের সাথে কথা বলার) সামান্য পরেই বুদ্ধ ইন্দ্রের স্বর্গে আরোহণ করেন এবং ইন্দ্রকে তাঁর দ্বারা প্রণীত বিধান সংরক্ষণের নির্দেশ দেন; এরপর তিনি সরীসৃপদের প্রাসাদে নেমে আসেন এবং তারাও তাঁর দ্বারা প্রণীত বিধান সংরক্ষণের অঙ্গীকার করে। দেবকুল, সরীসৃপ, দৈত্যকুল, পৃথিবী ও নক্ষত্রকুলের সমস্ত প্রতিভাধর, বৃক্ষ ও অরণ্যের সকল বিশেষ দক্ষতার অধিকারী বুদ্ধকে অনুরোধ করে, তিনি যেন নিজের মৃত্যু পিছিয়ে দেন; কিন্তু বুদ্ধ ঘোষণা করেন, নশ্বরতা সকল জীবের এমনকি আমাদেরও বিধি। এক লৌহকারের সন্তান, কুণ্ড তাঁকে কুশিনারা নামক স্থানে লবণজারিত বরাহ মাংস, আরেক মতে ছত্রাক, অর্পণ করে। এই খাবার বুদ্ধ ইতিমধ্যে যার উপস্থিতি অনুভব করেছেন সেই অমঙ্গলের প্রকোপ বাড়িয়ে তোলে এবং নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই অমঙ্গলের সমস্ত সংকেত দমন করে রাখেন কারণ তিনি নিজের সন্ন্যাসীদের বিদায় জানানোর পূর্বে নির্বাণ লাভ করতে চান না। বুদ্ধ স্নান করেন, জল পান করেন এবং দেহত্যাগ করার জন্য গাছের নীচে শয়ন করেন। সমস্ত গাছ হঠাৎ করেই ফুলে ভরে যায়; তারা হয়তো জানে বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত অসুস্থ মানুষটি বুদ্ধ। বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে আগত সমস্ত বিবাদ এবং মতান্তর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, তাঁর দ্বারা প্রণীত বিধান মেনে চলার পরামর্শ দেন এবং তাঁর শেষকৃত্যের আয়োজন করতে বলেন। তিনি ঋজু ভঙ্গিমায় শুয়ে মারা যান, তাঁর মাথা উত্তর ও মুখমণ্ডল পশ্চিম দিক নির্দেশ করে। তিনি স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করেন ও পরমানন্দে মারা যান। তিনি দিবাবসানে মারা যান, যখন মৃত্যুকে অনায়াস বলে মনে হয়।

শহরের তোরণে লোকজন বুদ্ধের দেহ দাহ করে এবং বিধিসম্মত আচারাদি এমনভাবে উদযাপন করে যেন সেই অনুষ্ঠান কোনো মহান রাজার জন্য আয়োজন করা হয়েছে; অথচ, সিদ্ধার্থ কখনো এমন রাজা হতে চাননি। শবদেহ চিতায় তোলার আগে লোকজন তার সম্মানে নাচ, বিষাদসংগীত আর নানা ক্রীড়া শুরু করে, যা ছয়দিন পর্যন্ত চলে। সপ্তম দিনে তারা শবদেহটি চিতায় তোলে; চার, আট এবং ষোলোজন লোক বৃথাই সেই চিতা জ্বালানোর চেষ্টা করে; অবশেষে বুদ্ধের হৃৎপিণ্ড থেকে এক শিখা নির্গত হয় এবং মুহূর্তে তাঁর সারা শরীর গ্রাস করে নেয়। এক ভস্মাধারে দগ্ধ অস্থি সংগ্রহ করে তার উপর

মধু ঢেলে দেওয়া হয়, যেন একটি কণাও আধার থেকে বেরিয়ে না যায়। ভস্মাধারের সম্ভার তিন ভাগে ভাগ করা হয়; এক ভাগ দেবতাদের জন্য, যা তাঁরা স্বর্গের সমাধি স্তূপে রেখে দেন আরেক ভাগ সরীসৃপদের জন্য, যা তারা পাতালের সমাধি স্তূপে রেখে দেয়; আরেক ভাগ আটজন রাজার জন্য, যাঁরা এই পৃথিবীর বুকে আটটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেন, যেখানে তীর্থযাত্রীদের বহু প্রজন্ম আসবে।

মোটামুটিভাবে, এই হল বুদ্ধের পৌরাণিক জীবন বৃত্তান্ত। এটি বিবেচনা করার পূর্বে কিছু বিষয় স্মরণ করা দরকারি।

১৮৮৭ সালে পল দ্যুসেন কল্পনায় ভেবেছিলেন, মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা পৃথিবীতে এমন এক বস্তু নিক্ষেপ করবে যার মধ্যে তাদের ইতিহাস ও দর্শন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে। দ্যুসেন ভেবেছিলেন, সেই সব মতবাদ, যা কিনা নিঃসন্দেহে আমাদের মতবাদের থেকে একেবারেই ভিন্ন, দারুণ সাড়া ফেলবে। পরে তিনি খেয়াল করেছিলেন, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জনসমক্ষে আসা ভারতবর্ষের দর্শন আমাদের কাছে অন্য গ্রহের দর্শন অপেক্ষা কিছুমাত্র কম আশ্চর্যজনক বা কম অমূল্য নয়। নিঃসন্দেহে, ভারতীয় দর্শনের সবকিছুই স্বতন্ত্র, এমনকি শব্দের দ্যোতনাও। আমরা যখন পড়ি, বুদ্ধ তাঁর মায়ের শরীরে ছয় দাঁতযুক্ত এক শিশু শ্বেত হস্তি রূপে প্রবেশ করেন, আমাদের মনে এক বিস্ময়কর প্রকাণ্ডতার ছবি ভেসে ওঠে। অবশ্য, ছয় সংখ্যাটি হিন্দুদের জন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা; হিন্দুরা ছয় স্বর্গীয় সত্তার পুজো করে, যাঁরা ব্রহ্মের ছয় দ্বার এবং হিন্দুরা মহাশূন্যকে ছয়টি দিকে ভাগ করে; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব এবং অধ। তাছাড়াও ভারতীয় ভাস্কর্য ও শিল্পকলা তার একাধিক সৃষ্টিতে সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ পরিস্ফুট করে তুলেছে। এই মতবাদ বলে ঈশ্বরই সকল অস্তিত্ব। হাতি প্রসঙ্গে বলা দরকার, এটি গৃহপালিত জীব এবং নম্রতার প্রতীক।

বুদ্ধের কিংবদন্তিটির সারাংশ প্রস্তুত করার সময় দুটি লেখা দেখা হয়েছে। প্রথমটি, ললিতবিস্তার; এই নামটি উইনটারনিজ এইভাবে অনুবাদ করেছেন; (এক বুদ্ধের) লীলার বিস্তারিত বর্ণনা। আমরা যদি মহাযান বৌদ্ধ মতবাদ পড়ি, আমরা বুঝতে পারব এই অনুবাদ সম্পূর্ণ সঠিক। দ্বিতীয় লেখাটি, মহাকাব্যিক কবিতা, বুদ্ধচরিত; বলা হয়, অশ্বঘোষ এর রচয়িতা। অশ্বঘোষের জীবনকাল খ্রিষ্ট্রীয় প্রথম শতাব্দী। তিব্বতি ভাষায় এই কবির জীবনীতে বলা আছে, তিনি তাঁর সাথে গায়ক এবং গায়িকাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, নিজের লেখা ও সুরে প্রশান্ত সংগীতের মাধ্যমে তিনি বুদ্ধের বাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধচরিত কবিতাটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং পরে এটি চিনা, তিব্বতি এবং ১৮৯৪ সালে ইংরাজিতে অনুবাদ করা হয়...